Name of Study Area: Rural
Data type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 50:43 min.
ID: IDI_AMR301_HH_R_21 May 17
Demographic information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family Members
Female	20	HSC pass	HDM	25,000 BDT	3 Years-Male	NO	Bangali	Total=3; Child-1, Children's mother (Res.), Mother-in-law

প্রশ্নকর্তা: আপার নামটা?

উত্তরদাতা: ...।

প্রশ্নকর্তা: বয়স কত হবে? আপার বয়স?

উত্তরদাতা: ২০।

প্রশ্নকর্তা: ২০ বছর। পড়াশোনা কতটুকু?

উত্তরদাতা: ইন্টার পাশ।

প্রশ্নকর্তা: ইন্টার পাশ?

উত্তরদাতা: জ্বী।

প্রশ্নকর্তা: এইখানে আপনার সাথে আর কে কে আছে? পরিবারের মধ্যে?

উত্তরদাতা: পরিবারের মধ্যে আমার শাশুড়ি, আমি, আমার বাবু আর আমার হাসবেন্ড।

প্রশ্নকর্তা: তার মানে আপনারা চার জন। আপনার হাসবেন্ড এখন কোথায়?

উত্তরদাতা: বিদেশ।

প্রশ্নকর্তা: বিদেশ কতদিন হলো গেছেন উনি?

উত্তরদাতা: দেড় বছর।

প্রশ্নকর্তা: আপনার পেশা কি? অন্য কোন কাজ করেন কিনা?

উত্তরদাতা: এমনি কোন কাজ করি না, বাড়ির কাজগুলোই করি। আমি গৃহিণী।

প্রশ্নকর্তা: হু। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: বাচ্চা হওয়ার পরেও লেখাপড়া করেছি তারপরে ইন্টার পরীক্ষা দিলাম। পরে এখন আর পড়লাম না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। ভাই ওখানে কি কাজ করেন? সিঙ্গাপুরে?

উত্তরদাতা: তা তো আমি জানি না।

প্রশ্নকর্তা: ভাই ওখান থেকে টাকা পাঠায় না? আপনাদের পরিবারের ইনকামটা কি রকম?

উত্তরদাতা: মানে খরচ করি কি রকম এটা নাকি?

প্রশ্নকর্তা: না। খরচসহ আয়? উনি তো কিছু পাঠায় দেন, যেহেতু বিদেশ গেছেন, ওই টাকার পরিমানটা এবং যদি আপনি এখান থেকে কিছু বিক্রি করে থাকেন বা আপনার কোন ইনকাম থেকে থাকে? বা আপনার শাশুড়ির কোন ইনকাম থেকে থাকে?

উত্তরদাতা: আমাদের এখানে কোন ইনকাম নেই।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে ভাইয়ের ইনকাম কত হবে?

উত্তরদাতা: ২৫/৩০(হাজার) হবে মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা: আনুমানিক তাহলে হবে ২৫ থেকে ৩০(হাজার)?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: এটা কি উনি প্রতি মাসে পাঠান না?

উত্তরদাতা: না প্রয়োজনে যা লাগে তাই পাঠায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর বাড়িতে কি কেউ এসে থাকে? মানে বর্তমানে বাড়িতে আপনার তিন জন আছেন। শাশুড়ি, আপনি আর বাবু।

উত্তরদাতা: বাবু। বাচ্চাটা।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ। এই কয়জন ছাড়া পরিবারের মধ্যে আর কেউ এসে থাকে?

উত্তরদাতা: এমনি কেউ থাকে না। ননাস আসলে তিনি থাকেন।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর এখানে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী কি কি আছে আপনার এগুলো একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: গরু একটা আছে, আর চারটা হাঁস আর দুইটা মুরগী।

প্রশ্নকর্তা: আর কিছু?

উত্তরদাতা: আর কিছু নেই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই বাড়িটা কার? পাকা বাড়ি দেখতেছি আপনার, ওই দিকে দেখি একটা টিনের বাড়ি? নিচের ফ্লোর পাকা করা না? এটা একটু বলেন ওই বাড়ি কার?

উত্তরদাতা: ওটা রান্না ঘর।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা। আর এটা?

উত্তরদাতা: এটা থাকার ঘর।

প্রশ্নকর্তা: এটা কি আপনাদের?

উত্তরদাতা: হু। এটা আমাদেরই।

প্রশ্নকর্তা: বাড়িতে আসবাবপত্রের মধ্যে আর কি কি আছে আপনাদের?

উত্তরদাতা: কেমন বুঝি নাই আপনার কথা?

প্রশ্নকর্তা: খাট-পালঙ্ক বা টেলিভিশন বা এরকম কিছু?

উত্তরদাতা: টেলিভিশন নেই।

প্রশ্নকর্তা: কি আছে?

উত্তরদাতা: খাট আছে, সোফা আছে, সো'কেস আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর কোন জায়গা-জমি কিছু আছে?

উত্তরদাতা: জায়গা-জমি নিয়ে সমস্যা। শ্বশুড় দুইবার বিয়ে করেছে, আমাদের শুধু এই ভিটাটুকুই, বসতবাড়িটুকুই।

প্রশ্নকর্তা: এটা ছাড়া আর কি আছে?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: এখানে তো আপনার অনেক ফলের গাছ দেখি, এগুলো কি বিক্রি করেন নাকি নিজেদের খাওয়ার জন্য?

উত্তরদাতা: এগুলো নিজেদের খাওয়ার জন্য, আর ভাই আছে, আত্মীয় বাড়ি দেওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এখন বাড়ির মধ্যে সবাই কি সুস্থ আছেন?

উত্তরদাতা: বাচ্চা অসুস্থ আছে, সকালে ঔষধ এনে খাওয়ানো হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: ও এখন সে অসুস্থ?

উত্তরদাতা: এখন একটু সুস্থ হয়েছে, জ্বর, পেট ব্যথা আবার কালকে বমি করেছে।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে বাবু হচ্ছে জ্বর, পেট ব্যথা, আবার বমি করেছে।

উত্তরদাতা: গতকাল বমি করেছে।

----------০৫:০৩ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে এটা একটু বলেন, সকালে ঔষধ নিয়ে এসে খাওয়ালেন, ঔষধ কিভাবে নিয়ে আসছেন? কখন থেকে এই অসুখটা শুরু হয়েছে? এটা একটু বলেন?

উত্তরদাতা: গতকাল থেকে শুরু হয়েছে, সকাল থেকে শুরু হয়েছে, গতকাল ডাক্তার আসে নাই তাই আজ ঔষধ নিয়ে আসছে।

প্রশ্নকর্তা: এটা একটু বিস্তারিত বলেন, কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলো বা কে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো?

উত্তরদাতা: এই বাজারের ডা:১এর কাছ থেকে নিয়ে আসছিলো।

প্রশ্নকর্তা: একটু আগে বললেন কালকে দেখান নাই, কালকে আসে নাই বললেন?

উত্তরদাতা: মানে উনি আরেক জায়গায় যায় তো এজন্য আসে নাই।

প্রশ্নকর্তা: ও, আচ্ছা। ডাক্তারই ছিলো না। কি কি ঔষধ দিয়েছে এটা একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: এইস্, আর হিস্টাসিন মনে হয় আর থিজা মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা: হিস্টাসিন আর কি বললেন?

উত্তরদাতা: থিজা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ওই ঔষধগুলো কি আমাকে একটু দেখানো যাবে আমাকে?

উত্তরদাতা: হু। (তিনি ঔষধ আনার জন্য বাড়ির ভিতরে গেছেন)

প্রশ্নকর্তা: তাহলে এই থিজা হলো একটা সিরাপ, না?

উত্তরদাতা: হু। পানি দিয়ে মিক্স করে খাওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা: এ্যাজিথ্রোমাইসিন, ৩০ মিলিগ্রাম; এটা কিভাবে খেতে হয় এটা একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: এটা ৬ চামচ পানির মধ্যে, ফুটানো পানি ঠান্ডা করে মিক্স করা লাগে, তারপরে ৭ দিন কি ৫ দিন খাওয়ানো যায় এক চামচ করে।

প্রশ্নকর্তা: একটা খুললে কতদিন?

উত্তরদাতা: ফ্রিজে রাখলে ৭ দিন আর এমনি রাখলে ৫ দিন।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এমনি রাখলে ৫ দিন। আর কত দিন খেতে বলেছে?

উত্তরদাতা: ৫ দিন।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। ৫ দিন কত বেলা করে দিনে খেতে হবে?

উত্তরদাতা: এক চামচ করে একদিন।

প্রশ্নকর্তা:এক চামচ করে?

উত্তরদাতা: দিনে একবার।

প্রশ্নকর্তা: আর এই হিস্টাসিনটা কিভাবে খেতে হবে?

উত্তরদাতা: হাফ চামচ করে ৩ বার।

প্রশ্নকর্তা: কত দিন এটা খেতে হবে?

উত্তরদাতা: এটা হলো অসুখ যত দিন না ছাড়ে ততদিন খেতে হবে তারপরে বাদ।

প্রশ্নকর্তা: আর এটা? এইস্?

উত্তরদাতা: এটা জ্বর যে পর্যন্ত না ছাড়ে, আর এটা হলো সোয়া চামচ করে ৩ বার।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই ৩ ধরণের ঔষধ দিয়েছে। তারমনে মোট কত দিনের ঔষধ দিয়েছে?

উত্তরদাতা: ওই তো এই দুইটা (এইস্ আর হিস্টাসিন) যে কত দিনে অসুখ ভাল না হয় আর এটা (থিজা) ৫ দিন খেতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: এটা (থিজা) ৫ দিন।

উত্তরদাতা: সাথে এগুলো চলবে।

প্রশ্নকর্তা: আর এটা (থিজা) হচ্ছে দিনে দুইবার?

উত্তরদাতা: না দিনে একবার।

প্রশ্নকর্তা: কখন খাওয়ান এটা (থিজা)?

উত্তরদাতা: সকালে এনে খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তা: আজকে থেকে তো শুরু করেছেন না?

উত্তরদাতা: হু। আজ থেকে।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে বললেন জ্বরের জন্য ডাক্তার দেখায়ছেন, আর ডাক্তার হলো ডা:১। ওরা নাম কি যেন?

উত্তরদাতা: ...।

প্রশ্নকর্তা: ...?

উত্তরদাতা: ...।

প্রশ্নকর্তা: ...। ... বয়স বলছেন ৩ বছর না?

উত্তরদাতা: এই তো এই জুন মাসে ৩ বছর হবে।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে এখনো দুই বছর কত মাস হবে?

উত্তরদাতা: মানে ৩ বছর হবে জুনে।

প্রশ্নকর্তা: ও জুনে ৩ বছর হবে। আচ্ছা। আর গতকাল থেকে অসুস্থ, একদিন ধরে। তাহলে আপা, ওর এই অসুস্থতা সর্ম্পকে জানতে আমি দুই সপ্তাহ পরে আবার আসবো, ঠিক আছে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আর ও ছাড়া বাকি দুই জনের মধ্যে মানে আপনার শাশুড়ি আর আপনি, কেউ কি অসুস্থ আছেন কিনা?

উত্তরদাতা: আমার শাশুড়ির মাথা ব্যথা আছে, এটা সারা জীবনের, কয়েকদিন পর পর শুরু হয় আর কয়েকদিন পর পর ভাল হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর আপনার?

উত্তরদাতা: আমার এমনি কোন সমস্যা নেই। হঠাৎ করে মাঝে মাঝে একটু হয়।

প্রশ্নকর্তা: আর আপনার শাশুড়ির মাথা ব্যথা ছাড়া আর কিছু আছে কিনা?

উত্তরদাতা: পা ব্যথা করে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনি কি এগুলোর জন্য কোন ডাক্তার দেখায়ছেন বা কোন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করেছেন?

উত্তরদাতা: করা হয়েছে কিন্তু মাথা ব্যথায় কাজ হয় না।

----------১০:০২ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা কোন ডাক্তার দেখিয়েছেন বা কি করেছেন এটা একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: এটা তো আসলে উনার অনেক দিনের অসুখ, আমি এ বাড়িতে আসারও অনেক আগে থেকে। এগুলো ভাল করে জানি না।

প্রশ্নকর্তা: আপার বিয়ে হয়েছে কতদিন হলো?

উত্তরদাতা: আমার বিয়ে হয়েছে চার বছর হলো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এরকম আপনার বাচ্চা অসুস্থ হলো গতকাল, তারপর আপনার শাশুড়ির মাথা ব্যথা থাকে আর পা ব্যথা হয়, এছাড়া আপনি বললেন আপনিও মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে যান। এগুলোর জন্য যে ডাক্তার দেখাতে হবে আর এরকম প্রতিদিনের কাজ করতে গিয়ে তো অসুস্থ হয়ে হতে হয়, এইতো এখন যে গরম পড়েছে এই গরমের মধ্যে অসুস্থ হতে হয়, এই অসুস্থ হলে আপনি যেহেতু এই পরিবারের সিদ্ধান্ত নেন বা এই ঔষধ খাওয়ানোর বিষয়গুলো করেন এগুলো করতে গিয়ে আপনি কিভাবে জানেন আপনার বাচ্চা অসুস্থ হলো বা আপনার শাশুড়ি অসুস্থ হলো এগুলো কিভাবে জানেন বা বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতা: মানে ওরা এক এক সময় এক এক রকম করে। আর মাথা ব্যথা করলে বলে যে, এরকম করতেছে বা ওরকম করতেছে আর বাচ্চা কান্না করে আর গায়ে হাত দিলে বুঝা যায় বাচ্চার জ্বর আসছে।

প্রশ্নকর্তা: এরকম আর কিছু বা কোন ভাবে বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতা: আর তো কোন ভাবে বুঝা যায় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই যে পরিবারের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায় যেমন ধরেন, গতকাল আপনার বাচ্চা অসুস্থ হয়ে গেছে, এরকম অসুস্থ হলে আপনারা কোথায় যান? শুরুতেই? একবারের প্রথমেই আপনার কার কথা মনে পড়ে? এটা একটু বলেন?

উত্তরদাতা: মানে ডাক্তারের কাছে নাকি কি বলেন বুঝলাম না।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ। ডাক্তার বা আপনি যেটা বলেন মানে আপনি যার কাছে যান? যেহেতু বাড়ির মধ্যে আপনারা এই ৩ জনই থাকেন এখন আর আছে আপনার গরু এবং হাঁস-মুরগি এগুলো। ধরেন আপনাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে কি করেন? যেহেতু মাত্র তিন জন, অসুস্থ হলে কি করেন? কেউ অসুস্থ হয়ে গেলো তিনজনের মধ্যে?

উত্তরদাতা: (চুপ)

প্রশ্নকর্তা: মানে কোথায় যান? ডাক্তারের কাছে যান নাকি অন্য কোথাও যান? কার কাছে যান আর কিভাবে?

উত্তরদাতা: ডাক্তারের কাছেই তো যায়।

প্রশ্নকর্তা: কোন ডাক্তারের কাছে যান?

উত্তরদাতা: এই ডা:১।

প্রশ্নকর্তা: ডা:১ র কাছেই কেন যান?

উত্তরদাতা: বাজারের মধ্যেই এই ডাক্তারই বেশি অভিজ্ঞ এজন্য।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই যে ধরেন ডা:১ এর কাছে যাওয়া, বা কে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় বা যাওয়ার সিদ্ধান্তটা কার ছিলো? এগুলো একটু বিস্তারিত বলেন?

উত্তরদাতা: যাওয়ার সময় আমার শাশুড়ি যায় আর সিদ্ধান্তটা সবাই মিলে নেওয়া লাগে, একা একা তো আর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। আর অসুস্থতা থাকলে দেখা যায় সবার মাথা অন্যরকম থাকে। এজন্য সিদ্ধান্ত সবাই মিলে নেওয়া হয়।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে দুই জনে মিলে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। শাশুড়িকে পাঠিয়ে দিই, ও গিয়ে ঔষধ নিয়ে আসে, আমি আর যাই না।

প্রশ্নকর্তা: আবার একটু মনে করার চেষ্টা করি আমি বুঝছি কি না আপনার কথা- যখন আপনারা পরিবারের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে যান তখন দুইজনে মিলে আপনারা সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আপনারা সাধারণত যান ডা:১ এর কাছে।

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। যেমন ধরেন ডা:১ এর কাছে যে গেলেন, আর ঔষধ যেগুলো দিলো আপনাদের, এই ঔষধগুলো কেনার সিদ্ধান্ত অর্থাৎ কিনবেন নাকি কিনবেন না- এই সিদ্ধান্ত কিভাবে নেন? বা কোথা থেকে কিনবেন এই সিদ্ধান্তগুলো?

উত্তরদাতা: ওর কাছেই ঔষধ থাকে, ওই দেয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। উনার থেকে কিভাবে নিয়ে আসেন সেটা বিস্তারিত একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: মানে উনি একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার, আবার ঔষধও তিনি বিক্রি করেন। যে যে ঔষধ লাগবে উনি সেগুলো দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: ডাক্তারের কাছে গিয়ে কিভাবে বলেন?

উত্তরদাতা: ওই তো বিস্তারিত বলি। কিভাবে কি হয়েছে, কি ধরনের উপসর্গ দেখা দিয়েছে- এগুলো বলার পরে সে বুঝে ঔষধ দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: উনি কি কাগজে আলাদা করে লিখে দেন? প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন সেটা সে করে না। ও নিজেই যেহেতু ঔষধ দিয়ে দেয় এজন্য প্রেসক্রিপশনের দরকার হয় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। প্রেসক্রিপশনের দরকার হয় না, শুধু ঔষধ দিয়ে দেয়। ঔষধ যতগুলো দেয় আপনারা কি সব একসাথে কিনে আনেন? বা কিছু বাকি রেখে আছেন? এ সম্পর্কে বলেন?

----------১৫:০৫ মিনিট

উত্তরদাতা: ওই তো টাকা যখন পুরোপুরি হাতে না থাকে তখন বাকিতে আনা লাগে, টাকা আসলে আবার দিয়ে দেওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে টাকা না থাকলেও উনি যতগুলো ঔষধ দেন আপনারা সব ঔষধ কিনে আনেন?

উত্তরদাতা: মানে উনি তো যতগুলো দরকার ততগুলোই দেন, দরকারের বেশি দেন না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ঔষধ দেয় নিয়মমত, যে কতগুলো ঔষধ দেয় সেগুলো দিয়ে অসুখ ভাল হয়ে যায় আর দ্বিতীয়বার যাওয়া লাগে না।

প্রশ্নকর্তা: ও, আচ্ছা। তারমানে উনি ভালই অভিজ্ঞ ডাক্তার এখানে?

উত্তরদাতা: হু, অভিজ্ঞ এবং ভাল ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ঔষধ, প্রেসক্রিপশন এগুলো নিয়ে আর আপনার কিছু বলার আছে?

উত্তরদাতা: না, কিছু বলার নেই।

প্রশ্নকর্তা: আর একটা বিষয় জানতে চাই আপনার থেকে, যখন হঠাৎ করে ঔষধের দরকার লাগে বাড়িতে, আর যেহেতু আপনারা বাড়িতে সবাই মহিলা থাকেন এবং নিজের পরিবারে বর্তমানে পুরুষ নেই তাহলে হঠাৎ ঔষধ লাগলে কোথায় যান আপনারা? কে যায়?

উত্তরদাতা: (নিরবতা)

প্রশ্নকর্তা: কে যায়? কোথায় যান? এবং কিভাবে ঔষধের ব্যবস্থা করেন?

উত্তরদাতা: ওই তো আমার শাশুড়ি সবক্ষেত্রেই করে- বাজার করা, কোন দরকার পড়লে সেটা করা, আমি উনাকে পাঠিয়ে দিই উনি সব করে নিয়ে আসে।

প্রশ্নকর্তা: কোন ধরণের ঔষধ নিয়ে আসবেন সেটা তিনি কিভাবে সিদ্ধান্ত নেন?

উত্তরদাতা: ওই যে ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলে আর ডাক্তার সেভাবে ঔষধ দিয়ে দেয় এবং উনি সেভাবেই ঔষধ নিয়ে আসে।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে কি সাধারণত আপনাদের যখনই ঔষধের দরকার হয় তখনই আপনারা ওই ডা:১ এর কাছে যান?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে এটা একটু বলবেন পরিবারের কে সর্বশেষ অসুস্থ হয়েছে?

উত্তরদাতা: আমার বাবু।

প্রশ্নকর্তা: ও, আপনার বাচ্চাই তো গতকাল অসুস্থ হয়েছে আার আপনারা ডা:১ এর কাছে গেছেন। তাহলে এটা একটু বলবেন, উনার কি কোন দোকান আছে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। দোকান আছে।

প্রশ্নকর্তা: ওখানে কি কি ধরনের ঔষধ পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা: এমনি সব ধরনে ঔষধ বিক্রি করেন উনি।

প্রশ্নকর্তা: মানে কি, যে ধরনের ঔষধই দরকার লাগে উনার কাছে গেলেই পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা: হু, সব ধরনের ঔষধই পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা: এটা একটু বলেন, এন্টিবায়োটিক বলতে কি বুঝায়?

উত্তরদাতা: (নিরবতা)

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক সর্ম্পকে কি জানেন?

উত্তরদাতা: ব্যথার ঔষধ নাকি?

প্রশ্নকর্তা: কিছু ঔষধ আছে এন্টিবায়োটিক বলে, সেগুলো সর্ম্পকে কিছু জানেন কিনা?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ঔষধ।

প্রশ্নকর্তা: ওই যে পাওয়ারের ঔষধ বলে যেগুলোকে- এই ঔষধটা (ফাইমক্সিল) সর্ম্পকে জানেন কিনা?

উত্তরদাতা: না আমি এই ঔষধ সর্ম্পকে জানি না।

প্রশ্নকর্তা: এই ঔষধটা (ফাইমক্সিল) না মানে এই রকম অন্য কোন ঔষধ সর্ম্পকে জানেন কিনা? ধরেন পাওয়ারের ঔষধ বলে অনেক সময়, বা ধরেন আপনার জ্বর হলো বা ডাইরিয়া এরকম কিছু হলো তখন আপনাকে দেখা গেলো নাপা দিলো, নাপা তো চিনেন?

উত্তরদাতা: নাপা, হ্যাঁ, চিনি।

প্রশ্নকর্তা: তারপরে হয়তো নাপা এক্সট্রা দিলো, এরপরে এরকম (ফাইমক্সিল) কিছু দেয় কিনা? একটু দেখেন?

উত্তরদাতা: এরকম কিছু দেয় নাই।

প্রশ্নকর্তা: দেখেন (ঔষধ), পড়ে দেখেন, ৫০০ মিলিগ্রাম?

উত্তরদাতা: নাপা, নাপা এক্সট্রা জানি আর ওইটা (ফাইমক্সিল) জানি না কখনো ব্যবহার করিনি।

প্রশ্নকর্তা: এটা ব্যবহার করেন নাই কিন্তু এই জাতীয় পাওয়ারের ঔষধ ব্যবহার করেছেন কিনা?

উত্তরদাতা: এ ধরনের মনে হয় আমি ব্যবহার করি নাই।

প্রশ্নকর্তা: আপনি খান নাই, কিন্তু দেখেছেন পরিবারের মধ্যে কাউকে ব্যবহার করতে দেখেছেন বা কাউকে খাওয়ানো হয়েছে এরকম এন্টিবায়োটিক সর্ম্পকে জানেন কিনা? বা ধারণা আছে কিনা? এটা শুধু এক ধরনের যেটা আমি দেখালাম, এরকম আরো অন্য ধরণের হয়তো আপনি দেখেছেন আর আমি তো জানি না কোন ধরণের ঔষধ আপনারা ব্যবহার করেন আমি এটা (ফাইমক্সিল) দেখাচ্ছি আপনার বুঝার সুবিধার্তে...ধরেন জ্বর হলো নাপা দিলো বা নাপা এক্সট্রা দিলো, তারপরে হইতো এই ধরণের ফাইমক্সিল দিলো?

উত্তরদাতা: দিলেও এ ধরণের আমার মনে নেই।

প্রশ্নকর্তা: মনে করতে পারছেন না?

উত্তরদাতা: না।

----------২০:২১ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: এই যে অ্যাজিথ্রোমাইসিন, এটা দিয়েছে, এটা সর্ম্পকে বলেন তাহলে? অ্যাজিথ্রোমাইসিন আর ফাইমক্সিল দুইটাই পাওয়ারের ঔষধ।

উত্তরদাতা: এটা জ্বরের জন্য দেয়।

প্রশ্নকর্তা: এই ধরণের ঔষধগুলো আপনাকে ৫ থেকে ৭ দিনের জন্য দিবে এবং দিনে ২টা বা ১টা করে খেতে বলবে। এরকম কোন ঔষধ?

উত্তরদাতা: আমি কোনদিন খায়নি আবার দেখিওনি।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু আপনি আপনার বাচ্চাকে এইটা (থিজা) খাওয়াচ্ছেন?

উত্তরদাতা: আপনার প্রশ্নটা ভাল করে বুঝিনি আর একবার বলেন?

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। সেটা হচ্ছে, এন্টিবায়োটিক ঔষধ বা পাওয়ারের ঔষধগুলো ডাক্তার আপনাকে জ্বরের জন্য বা ডাইরিয়ার জন্য দিলো যেটা আপনার ৫ থেকে ৭ দিনের জন্য দেয়, দিনে ২ বা ১ বার করে খেতে বলে- এই ধরণের ঔষধ সর্ম্পকে জানতে চাইতেছি? যেমন ধরেন, আপনার বাচ্চাকে এই (থিজা) ঔষধটা দিনে একবার করে ৫ অথবা ৭ দিনে খেতে বলেছে।

উত্তরদাতা: ৭ দিন।

প্রশ্নকর্তা: এই ধরণের ঔষধ সর্ম্পকে আপনি কি জানেন? এগুলো কি ধরণের ঔষধ? এগুলো কিভাবে কাজ করে? এগুলো খেলে কি হয়? এ বিষয়ে জানতে চাইতেছি?

উত্তরদাতা: এগুলো তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য দেওয়া হয় মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা: এটা (থিজা) কিজন্য দিয়েছে?

উত্তরদাতা: এটা জ্বরের জন্য দিয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: জ্বরের জন্য দিয়েছে আর বলেছে দিনে একবার করে খেতে।

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: এই এন্টিবায়োটিকটা আপনাকে কেন দিলো? জ্বরের জন্য তো এটাও দিয়েছে...এইস্ দিয়েছে।

উত্তরদাতা: হয়তো দ্রুত ভাল হওয়ার জন্য এটা দেওয়া হয়েছে মনে হয়। তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আপনার মতে হচ্ছে, এটা তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য দেওয়া হয়েছে। তারমানে কি এন্টিবায়োটিক তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য দেওয়া হয়? মানে আপনার ধারণাটা বলবেন, যেহেতু আপনি ঔষধটা খাওয়াচ্ছেন? এতক্ষণ আমি এই ফাইমক্সিল দেখায়লাম, আপনি এটা দেখেন নাই ঠিক আছে কিন্তু আপনি থিজা তো দেখেছেন?

উত্তরদাতা: এটা হয়তো ব্যকটেরিয়া দ্রুত ইয়ে করা হয় মানে ক্ষতিকারক ব্যকটেরিয়াকে দ্রুত মারে, এজন্য মনে হয় এটা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহেল এই ধরণের ঔষধগুলো যেগুলো ৫ দিনের জন্য বা ৭ দিনের জন্য দিবে দিনে এক বার বা দুই বার খেতে বলবে এই ধরণের ঔষধগুলো হয়তো শরীরে দ্রুত কাজ করতে পারে আপনি মনে করেন। এগুলো কিনতে গেলে কি প্রেসক্রিপশন দেয় বা এগুলো কিনতে হলে কিভাবে কিনতে হয়?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন ছাড়াই দেয়।

প্রশ্নকর্তা: এটা কেনার সময় দোকানে কি প্রেসক্রিপশন দেখানো লাগে?

উত্তরদাতা: না, লাগে না।

প্রশ্নকর্তা: এই ধরণের ঔষধ কি আপনি আপনার বাচ্চাকে এর আগেও খাওয়াইছেন বলে মনে করতে পারেন?

উত্তরদাতা: মানে এগুলোই আগে খাওয়ানো হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: এটাই? এই নামেই?

উত্তরদাতা: হু। এগুলোই, এই নামেই দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: একইভাবে খাওয়াতে বলা হয়েছে?

উত্তরদাতা: তখন আর একটু কমে বলেছে, বয়স যেহেতু কম ছিলো, আর বয়স বাড়ার সাথে সাথে চামচের পরিমানটা একটু বেড়ে গেছে, আগে হাফ চামচ ছিলো এখন পুরো চামচ খাওয়াতে বলেছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই যে খুব ভাল করে মনে করতে পারলেন। তাহলে আর একটু মনে করে দেখেন এটা কত দিন আগে হবে?

উত্তরদাতা: এই তো মাঝে মাঝে যখন জ্বর হতে তখন এগুলো খাওয়ানো হতো।

----------২৫:০০ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: এটা কত মাস আগে হইতে পারে?

উত্তরদাতা: ২/৩ মাস আগে হবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ২/৩ মাস আগে। কি কি ঔষধ দিয়েছিলো আর একটু মনে করে দেখেন তো আপা? যদি মনে করতে পারেন?

উত্তরদাতা: ওই তো এই ধরণেরই, মনে হয় এটা দেয় নি আর এটার পরিবর্তে জ্বরের ঔষধ পেনিল দিয়েছিলো আর সবই ঠিক ছিলো।

প্রশ্নকর্তা: এগুলো সব ঠিক ছিলো আর শুধু পেনিল দিয়েছিলো এটার পরিবর্তে। আর শুধু পরিমানটার পার্থক্য ছিলো?

উত্তরদাতা: হু। বয়সের সাথে পরিমানটা বাড়ায়ছে আর কমায়ছে।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ। খিজার খাওয়ার পরিমান। তো আপনার কি মনে হয় ঔষধের মধ্যে আপনি কোন ঔষধটাকে প্রাধান্য দেন বেশি? কোনটা খাওয়ালে বাচ্চা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়? কারণ আপনি বাচ্চার মা আপনি বাচ্চাকে ঔষধ খাওয়াচ্ছেন কারণ আপনি বুঝবেন কোন ঔষধটা খাওয়ালে বাচ্চা তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে। আর কোনটা খাওয়ালে দ্রুত কাজ করে?

উত্তরদাতা: মানে সব তো একত্রে খাওয়ায়, কোনটা যে ভাল কাজ করে সেটা তো ভাল বলতে পারবো না। একত্রে খাওয়ালে তাড়াতাড়ি ছেড়ে যায় এটা জানি।

প্রশ্নকর্তা: কখনো কি বুঝতে পারছেন যে এইটা খাওয়ালে তাড়াতাড়ি কাজ করে? বা এটা খাওয়ালে? বা এটা খাওয়ালে? (তিনটা আলাদা আলাদা করে দেখানো হয়েছে)

উত্তরদাতা: না সবগুলো একত্রে খাওয়ানো হয়েছে তাই বুঝিনাই।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনার কি মনে হয় এই ঔষধগুলো খাওয়ানোর পরে আপনি নিজে কি সন্তুস্ত?

উত্তরদাতা: বাচ্চা সুস্থ হলে তো সন্তুস্ত হই আর অসুস্থ থাকলে তো খারাপ লাগে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই যে বললেন সকালে ঔষধ নিয়ে এসে বাচ্চাকে খাওয়ায়ছেন, এখনো পর্যন্ত একবার খাওয়াইছেন আপনার কি মনে হচ্ছে আগের থেকে কি একটু সুস্থ হয়েছে এটা সর্ম্পকে একটু বলেন?

উত্তরদাতা: সুস্থ হয়েছে, আগে থেকে সুস্থ হয়েছে। আগে সকালবেলা কান্না করতো এখন ঠিক হয়েছে, জ্বরও কমেছে হালকা, ভাতও খেয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনার মনে হচ্ছে একবার ঔষধ খাওয়ানোর পরে সে এখন সুস্থ হচ্ছে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তা: এই যে এই ঔষধগুলো কি আপনি আবার রেখে দিবেন বাড়িতে? ধরেন পরে আপনার বাচ্চা আবার অসুস্থ হলো তখন এগুলো খাওয়াতে পারবেন চিন্তা করে?

উত্তরদাতা: এক এক জন রেখে দেয়, কিন্তু আমি রাখি না, ফেলে দিই সব। কবে না, কবে আবার অসুস্থ হবে তখন যদি মেয়াদ না থাকে আর মেয়াদ কতদিন থাকে এটা আমি ভাল করে জানি না, ওই জন্য ফেলে দিই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ভরা থাকলেও ফেলে দিই।

প্রশ্নকর্তা: এছাড়া কোন ঔষধ বাড়িতে রেখে দেন?

উত্তরদাতা: না, এমনি রাখি না আর বাচ্চার মুখে রুচি হওয়ার জন্য ঔষধ রাখি আর অন্য কোন কারণে রাখি না।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের নিজেদের জন্য কোন ঔষধ রাখেন?

উত্তরদাতা: ওই শাশুড়ির জন্য নাপা এক্সট্রা রাখি তার মাথা ব্যথা আছে তাই।

প্রশ্নকর্তা: হু, আর?

উত্তরদাতা: আর এমনি কোন ঔষধ রাখি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা লোকজন কি বলে? একটু আগে বললেন যে লোকজন বলে ঔষধ রাখতে?

উত্তরদাতা: মানে এক এক জন বলে ঔষধ একবার খাওয়ানো হয়েছে আর ওটা তো সর্ম্পূণ থেকে গেছে, তো এটা রাখলে পরবর্তীতে খাওয়ানো যাবে- এরকম বলে।

প্রশ্নকর্তা: আর আপনি তাহলে কেন রাখেন না?

উত্তরদাতা: কারণ পরবর্তীতে যদি এটার মেয়াদটা শেষ হয়ে যায় আর এটা রিএ্যাকশন হবে তাই এটা ফেলে দিই।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে কি এরকম মেয়াদ শেষ হওয়া ঔষধ খেলে রিএ্যাকশন হয়? এটা একটু বলেন কি রকম রিএ্যাকশন হয়?

উত্তরদাতা: ওইতো বমি হবে পেটের মধ্যে এই ঔষধ তো সহ্য হবে না তাই বমি, পেট ব্যথা এরকম কিছু হতে পারে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। বমি, পেট ব্যথা ছাড়া আর কোন সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা: পারে কিন্তু আমি এত জানি না।

প্রশ্নকর্তা: এই যে বললেন এটা (থিজা) দিনে একবার করে খাওয়ানো লাগে আর খেতে বলেছে ৫ থেকে ৭ দিন। আর আমরা এটাকে এন্টিবায়োটিক বা পাওয়ারের ঔষধ বলছি। আর এটা আগে বাচ্চাকে একটু কম খাওয়ানো লাগতো এখন একটু বেশি খাওয়ানো লাগে। এই ধরনের ঔষধ খাওয়ালে কি মানুষের কোন ক্ষতি হয়? বা কোন ধরণের সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা: এ ধরণের কিছু তো জানি না।

প্রশ্নকর্তা: এরকম কিছু শুনেছেন কি শুনেছেন?

উত্তরদাতা: এক এক জন তো বলে এরকম পাওয়ারের ঔষধ খেলে মাথা ঘুরায়, মাথা ব্যথা করে এরকম শুনেছি, এর বেশি শুনি নাই।

----------৩০:০০ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: এরকম কখনো কারো হয়েছে যেটা আপনি আপনার বাবার বাড়িতে দেখেছেন বা বন্ধু-বান্ধবীর মধ্যে এরকম কিছু হয়েছে এরকম কিছু মনে করে দেখেন তো? ঔষধ সর্ম্পকিতো?

উত্তরদাতা: না, এরকম কিছু তো শুনি নাই।

প্রশ্নকর্তা: ও, শুধু শুনেছেন যে মাথা ব্যথা করে।

উত্তরদাতা: মাথা ঘুরায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এরকম মাথা ঘুরালে কি করতে হয়, এটা একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: (হাসি) আমি তো জানি না। হয়তো বা মাথায় পানি দিবে এটুকুই, বেশি করে পানি দিবে।

প্রশ্নকর্তা: আপার কাছে কি এই ঔষধ ছাড়া আর কোন ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা: না এখন নেই।

প্রশ্নকর্তা: শাশুড়ির জন্য?

উত্তরদাতা: নাপা এক্সট্রা থাকতে পারে, এটা জানি না।

প্রশ্নকর্তা: এই যে আপনার একটা গরু আছে আর কিছু হাঁস-মুরগী আছে বললেন, আর মানুষের মত এদেরও অসুখ হয়, এদের অসুখ হলে আপনি কি করেন?

উত্তরদাতা: ওই বাড়িতে ডাক্তারের ফোন নম্বর আছে, ওদেও ফোন করে নিয়ে আসা লাগে, এরা এসে চিকিৎসা দিয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: আপনার কাছে কোন ডাক্তারের ফোন নম্বর আছে?

উত্তরদাতা: উনি পরিচিত কিন্তু নামটা জানি না।

প্রশ্নকর্তা: কি ডাক্তার বলে উনাকে?

উত্তরদাতা: ওই তো পশুর ডাক্তার বলে।

প্রশ্নকর্তা: আপনারা নিজেদের জন্য ডা:১ এর কাছে যান আর বললেন পশু ডাক্তারের নম্বর আছে তাহলে তো নামও জানার কথা?

উত্তরদাতা: ও তো আত্মীয়, দরজার কাছে নম্বর লিখে দিয়ে গেছে, আমি নাম জানি না।

প্রশ্নকর্তা: ওখানে নাম লিখে দিয়ে যায় নি?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আপনার শাশুড়ি জানবেন নামটা?

উত্তরদাতা: কি জানি।

প্রশ্নকর্তা: কোথায় বসেন উনি?

উত্তরদাতা: এই বাজারেই।

প্রশ্নকর্তা: উনার কি দোকান আছে?

উত্তরদাতা: আসলে আমি এ ব্যপারে তেমন কিছু জানি না। আর বাজারে যেহেতু বসে দোকান থাকবে মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এখানে আপনার শাশুড়ি থাকলে ভাল হতো, আমি উনার সাথে এই বিষয়গুলো জানতে পারতাম। আচ্ছা, উনি আসলে আমি এইগুলো নিয়ে উনার সাথে পরে কথা বলবো। কি মনে হয় উনি কি এগুলো জানবেন, নাকি জানবেন না?

উত্তরদাতা: কি জানি, বলতে পারছি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এটা একটু বলেন, আপনাদের তিনজনের স্বাস্থ্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত আপনি নেন, ডাক্তার দেখানো লাগবে কি লাগবে না বা কোথায় যেতে হবে এ বিষয়গুলো- আর যাওয়ার সময় আপনি নিজে যান না আপনার শাশুড়ি যায়। আর এই প্রাণীগুলো যখন অসুস্থ হয়ে যায় তখন এই সিদ্ধান্ত কে নেয়? এই যে ডাক্তারকে যে ফোন করা লাগে সেটা কে সিদ্ধান্ত নেয়?

উত্তরদাতা: আমার শাশুড়ি ফোন দেয়।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু ফোনটা দিতে বলে কে?

উত্তরদাতা: সেটা আমি বলি আবার অনেক সময় উনিও দেখে বলে ফোন দেওয়া লাগবে।

প্রশ্নকর্তা: কখনো কি আপনার প্রানীগুলোকে ঔষধ দেওয়া লাগছে? মানে এন্টিবায়োটিক জাতীয়? যেগুলো আমরা বলছি পাওয়ারের ঔষধ?

উত্তরদাতা: ওই তো, ওই ধরনের ঔষধ লাগতে পারে, আমি আসলে জানি না কি ধরনের ঔষধ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: এর মধ্যে কখনো কোন ঔষধ দেওয়া হয়েছে? ধরেন মাসখানেক আগে বা ৬ মাসের মধ্যে?

উত্তরদাতা: না, এরকম লাগেনি। একবার শুধু গরুকে একটা কৃর্মিনাশক ঔষধ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আর কিছু দেওয়া হয়নি।

প্রশ্নকর্তা: আর হাঁস-মুরগী?

উত্তরদাতা: মুরগীর জন্য ওই যে ইনজেকশন দেয় নাকি সেরকম একটা ড্রপ দেয় সেটার চিকিৎসা করা হয়েছে অন্য কিছু করা হয়নি।

প্রশ্নকর্তা: কিভাবে দেওয়া হয়েছিলো সেটা কি বিস্তারিত বলবেন?

উত্তরদাতা: ওই ড্রপের মধ্যে লেখা এক ফোঁটা করে খাওয়ানো লাগে, কিভাবে করতে হবে এগুলো লেখা থাকে।

প্রশ্নকর্তা: কিভাবে খাওয়ানো লাগছে?

উত্তরদাতা: ওই ড্রপ ধরে ফোঁটা ফোঁটা করে মুরগীকে খাওয়ানো লাগছে আর বাচ্চারে চোখে দেওয়া লাগছে না হলে খাওয়ানো লাগছে।

প্রশ্নকর্তা: আর গরুকে কিভাবে খাওয়ানো লাগছে?

উত্তরদাতা: আর গরুরটা কি যেন বলে, গলার মধ্যে কলাগাছের পাতা দিয়ে খাওয়ানো লাগছে ।

প্রশ্নকর্তা: এই রকম আর কোন ঔষধ খাওয়াইছেন? মনে করতে পারেন?

----------৩৫:০৩ মিনিট

উত্তরদাতা: না, আর গরুর কোন অসুখ হয়নি তো এমনি।

প্রশ্নকর্তা: এই ঔষধগুলো কিনার জন্য যে পশু ডাক্তারকে ফোন করে যে কতগুলো ঔষধ খাওয়াইছেন এগুলোর জন্য কি কোন প্রেসক্রিপশন লাগছিলো আপনার? ওই যে কাগজে ঔষধ লিখে দেয়?

উত্তরদাতা: না। লাগেনি।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে কিভাবে ঔষধগুলো পেয়েছেন?

উত্তরদাতা: ওই ডাক্তারকে ফোন করলে ওরাই এনে দিয়ে যায়। এই জায়গায় থেকে আমরা তো আর দূরে দূরে যায় না যে প্রেসক্রিপশন লাগবে। আর যারা ডাক্তারারি করে তারা তো এখানে ডাক্তারিও করে আবার ঔষধও বিক্রি করে, তাই দূরে যাওয়া লাগে না।

প্রশ্নকর্তা: ফোন দিয়ে কিভাবে বলেন?

উত্তরদাতা: ফোন দিয়ে বলি আমার গরুর একটু সমস্য হয়েছে, আসেন একটু দেখে যান। তখন সে এসে দেখে কি অবস্থা, আর যা যা ঔষধ লাগে দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: সাথে কি ঔষধ নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: কি জানি আমার খেয়াল নাই তো। এমনি তো গরুর সমস্যা হয়নি তো কোন দিন। বিভিন্ন বাড়িতে এরকম করে।

প্রশ্নকর্তা: মুরগীর?

উত্তরদাতা: মুরগীর ঔষধ বাজার থেকে নিয়ে আসা হয়।

প্রশ্নকর্তা: এই ঔষধও কি আপনার শাশুড়ি নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: যে যে ধরণের ঔষধ খাওয়াইছেন সেগুলো কি ঠিকমত কাজ করেছিলো?

উত্তরদাতা: হু, করেছিলো।

প্রশ্নকর্তা: মানে যে প্রযোজনের জন্য খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা: হু, কাজ হয়েছিলো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এরকম কি কোন ধরণের ঔষধ এখন কি আপনার কাছে আছে?

উত্তরদাতা: না, নেই।

প্রশ্নকর্তা: ওই যে আপনার প্রাণীগুলোর জন্য কোন ধরনের ঔষধ রাখা আছে?

উত্তরদাতা: না, নেই।

প্রশ্নকর্তা: বাড়িতে কি আপনি এরকম আর কোন ঔষধ রাখেন কিনা, যেটা পরবর্তীতে এই অসুখ হলে আবার খাওয়াবেন চিন্তা করে?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: যখন ডাক্তার গরুকে বা হাঁস-মুরগীকে ঔষধ দেয় সেগুলো কি সব ঠিকমত খাওয়ানো হয়, নাকি কিছু বাকি থাকে?

উত্তরদাতা: এই তো যে পরিমাণ খাওয়ানো লাগে আর বাকি যদি থাকে সেগুলো ফেলে দিই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। যে পরিমাণ বলতে? ধরেন সে বললো ৩ দিন খাওয়ানো লাগবে তখন আপনি কি পুরো ৩ দিন খাওয়ান নাকি ২ দিনে ভাল হয়ে গেলে খাওয়ানো বন্ধ করে দেন?

উত্তরদাতা: ভালো হলে তো বন্ধই করি।

প্রশ্নকর্তা: এরকম হইছে তাহলে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: এটা একটু বলবেন, ওটা কিভাবে করেন? আমি তো দেখি নাই, এখন আপনার থেকে আমার জানতে হবে আসলে কিভাবে করেন?

উত্তরদাতা: ওটা করেছি বাচ্চার ক্ষেত্রে। বাচ্চার অসুস্থ হয়েছিলো তখন করেছি।

প্রশ্নকর্তা: হু, কি করেছিলেন?

উত্তরদাতা: ওই অসুখ ছেড়ে যাওয়ার পরে তখন আর ঔষধটা খাওয়ায় নাই।

প্রশ্নকর্তা: কোন ঔষধটা একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: ওই তো এই ধরণের।

প্রশ্নকর্তা: কোনটা? এইটা, এইটা না এইটা? (সিরাপ ৩টা দেখিয়ে)

উত্তরদাতা: প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে। যদি অসুখ কমে যায় দেখি তখন আর খাওয়ায় না। আর এটা দেখাগেছে শেষ হলে বা শেষ না হলেও ফেলে দিই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে এটা একটু বলেন এই যে আপনাকে এই ঔষধগুলো দিয়েছে এবং আপনি একদিন খাওয়ালেন, আর বলতেছেন একবার খাওয়ানোর পরে আপনার বাচ্চা একটু সুস্থ হয়েছে?

উত্তরদাতা: হু হু।

প্রশ্নকর্তা: এখন বলতে পারেন এটা কতদিন খাওয়াবেন?

উত্তরদাতা: ওই তো বললাম যদি সুস্থ হয়ে যায় তখন আর খাওয়ায় না, ফেলে দিই।

প্রশ্নকর্তা: ধরেন সে কালকে সুস্থ হয়ে গেলো তখন কি করবেন?

উত্তরদাতা: তাহলে আর খাওয়াবো না।

প্রশ্নকর্তা: একটাও খাওয়াবেন না?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আপনি সব সময় এভাবেই ঔষধ খাওয়ান?

উত্তরদাতা: বাচ্চা যতদিন অসুস্থ থাকে ততদিন ভালভাবে খাওয়ায় আর হঠাৎ ২/১ দিন বেশি খাওয়ায় না হলে ফেলে দিই।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু আপনাকে ডাক্তার কিভাবে খাওয়াতে বলেছে?

উত্তরদাতা: ডাক্তার নির্দিষ্ট কোন লিমিট দেয়নি। শুধু মনে হয় এই একটার (থিজা) লিমিট দিয়ে দেয় আর এগুলো যে পর্যন্ত অসুখ না ছাড়ে সে পর্যন্ত খেতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, শুধু একটার লিমিট দিয়ে দেয় কিন্তু আপনি যখন খাওয়ান তখন চিন্তা করেন যে আর খাওয়াবো না, বাচ্চা সুস্থ হয়ে গেছে। তাহলে এটা একটু বলেন, ডাক্তার যেভাবে বলে আপনি সেভাবে পুরোটা খাওয়ান না কেন?

উত্তরদাতা: সুস্থ হয়ে গেছে তাই আর কিছু করি না, ভালো তো হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা: আপনার কেন মনে হলো সেটা জানতে চাই? যেহেতু ডাক্তার তো আপনাকে বলেই দিয়েছে এবং লিমিট দিয়ে দিয়েছে?

উত্তরদাতা: ভাল হওয়ার পরে যদি আরো খায়লে বেশি সমস্য হয়ে যায় তাই আগেই খাওয়ানো বন্ধ করে দিই।

প্রশ্নকর্তা: আপনার ধারণা হচ্ছে তাহলে ভাল হয়ে গেলে যদি খাওয়ানো লাগে...

উত্তরদাতা: আর বাচ্চার খুব একটা ঔষধ খাওয়ানোই লাগে না। ওই ঔষধ আনলে একবার বা দুইবার খাওয়ালে অসুখ সর্ম্পূণ ছেড়ে যায়, বেশি দিন থাকে না, কিন্তু ঔষধ না খাওয়ালে আবার ছাড়ে না।

----------৪০:১০ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: তারমানে দুই দিনে যদি ভাল হয়ে যায় তাহলে আর খাওয়ানো লাগে না?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: তখন আবার ঔষধটা ফেলে দেন বাড়িতে রাখেনও না?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এগুলোর দামটা কিরকম?

উত্তরদাতা: কি জানি আমি তো যায় নি।

প্রশ্নকর্তা: দামটা একটু আগে জানা হয় নি?

উত্তরদাতা: এইটা ১৩০ টাকা মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা: সব মিলে, ডাক্তারের ফি'সহ কত হতে পারে?

উত্তরদাতা: ডাক্তার ফি নেয় না।

প্রশ্নকর্তা: ঔষধের দাম এবং বাচ্চার সুস্থতা মিলে আপনার কি মনে হয় দামের তুলনায় কাজ হয়েছে? অনেক সময় আমরা নিজেরা বলি দামের তুলনায় কাজ হয় নি বা কাজ হয়েছে- এরকম?

উত্তরদাতা: কাজ হয়ই। ওই ডাক্তারের থেকে ঔষধ আনলে অসুখ ছেড়ে যায়, দ্বিতীয়বার আর যাওয়অর দরকার হয় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে তিনি খুব ভাল ডাক্তার মনে হচ্ছে?

উত্তরদাতা: ওই তো বাচ্চার জন্য সে ভালোই, খারাপ না।

প্রশ্নকর্তা: আর বয়স্কদের জন্য? বয়স্ক বলতে বড়দের জন্য?

উত্তরদাতা: বয়স্কদের জন্যও ভাল, কিন্তু বাচ্চাদেরই তো বেশি সমস্যা হয়, বড়দের অতটা সমস্যা হয় না।

প্রশ্নকর্তা: এটা তো বাচ্চার জন্য বললেন, এবার আপনার নিজের জন্য বলেন, আপনি নিজে অসুস্থ হলেও কি এভাবেই ঔষধ খান? সুস্থ হয়ে গেলে আর খাওয়ার প্রয়োজন হয় না?

উত্তরদাতা: আমার অবশ্যই ওই ধরণের অসুখই হয়নি।

প্রশ্নকর্তা: জ্বর হয় না?

উত্তরদাতা: জ্বর হলেও আমি ঔষধ খুব একটা খায় না। আর যদি খায়ও বেশি হলে নাপা এক্সট্রা ১/২টা খায় এর বেশি খায় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এটা কি নিজে নিজে খান না কি ডাক্তারের পরামর্শে খান?

উত্তরদাতা: নিজে নিজে। আমি ঔষধ খায়ই নি। ওই হালকা-পাতলা জ্বর হলে নিজেই ছেড়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: আর যদি খাওয়ার দরকার পরে তাহলে নিজে নিজে খেয়ে নেন?

উত্তরদাতা: ওই তো খায়ই না, যদি খাওয়ার দরকার লাগলে ১/২ খাওয়ার পরে ছেড়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: সেটাতো খুবই ভাল। তাহলে আপা আপনি ডাক্তারের কাছে সর্বশেষ কবে গেছেন বলেন তো? নিজের জন্য সর্বশেষ কবে গেছেন?

উত্তরদাতা: ওই একটা চর্মরোগের জন্য গেছিলাম। এটা হয়তো ২/৩ মাস আগে হতে পারে।

প্রশ্নকর্তা: ওখানে কি কোন ঔষধ দিয়েছিলো?

উত্তরদাতা: দিয়েছিলো কিন্তু ওটা কাজ করেনি।

প্রশ্নকর্তা: কোন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন?

উত্তরদাতা: এটা আরেক জায়গায় গিয়েছিলাম মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা: এখানে না?

উত্তরদাতা: চর্মরোগের জন্য আলাদা ডাক্তার আছে।

প্রশ্নকর্তা: ডাক্তার কি এখানে? এই বাজারে?

উত্তরদাতা: না এটা আমাদের ওইদিকে।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের ওইদিকে বলতে?

উত্তরদাতা: ওই এক এক জনে ঔষধ খেয়ে ভাল হয় সে জন্য যাওয়া হয় সেরকম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনাদের ওখানে বলতে কোন জায়গা সেটা? কোন এলাকায়?

উত্তরদাতা: ওই পাশের ইউনিয়নের ওইদিকে।

প্রশ্নকর্তা: এটা কোন ইউনিয়নের মধ্যে পড়েছে?

উত্তরদাতা: পাশের ইউনিয়ন।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ওই ঔষধ কি ঠিক মত খেয়েছেন? নাকি ১/২ দিন খাওয়ার পরে বাদ দিয়েছেন?

উত্তরদাতা: ঔষধ কাজ করে নাই তাই বাদ দিয়েছি।

প্রশ্নকর্তা: কাজ যে করে নাই সেটা বুঝলেন কিভাবে?

উত্তরদাতা: কমলো না দেখে বাদ দিয়ে দিয়েছি। (হাসি)

প্রশ্নকর্তা: কত দিন খেয়েছেন মনে করতে পারেন?

উত্তরদাতা: ওই তো নিয়মমত খেয়েছিলাম কিছু দিন তারপরে কমলো না দেখে পরে বাদ দিয়েছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো এইটা একটু বলেন তো ডা:১ যে ঔষধ দেয়, ওই ঔষধের তো প্রেসক্রিপশন লিখে না তাহলে কিভাবে বুঝেন কতগুলো কিভাবে খেতে হবে? এই নির্দেশনাগুলো?

উত্তরদাতা: ওই তো লিখে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: ও কাগজে লিখে দেয় না?

উত্তরদাতা: ওই ঔষধের বক্সেও মধ্যে লিখে দেয় সুন্দর করে। কোনটাতে কি লাগবে বা কি লাগবে না এগুলো লিখে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: শুধু কি লিখে দেয় নাকি বুঝায়ও দেয়?

উত্তরদাতা: বুঝায়ও দেয় তো।

প্রশ্নকর্তা: সেটা তো আপনার শাশুড়িকে বুঝায় দেয়?

উত্তরদাতা: আমার শাশুড়ি যদি না বুঝে তাহলে লেখা দেখে আমি বুঝে নিই। মনে যদি না রাখতে পারি তাই সে লিখে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: আপা শেষে আর একটা বিষয় জানতে চাইবো এবং আপনার আর বেশি সময় নিবো না। এই যে বলে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স, আর আমি বলছি এই যে এই ঔষধটা (থিজা) হলো এন্টিবায়োটিক ঔষধ, এই ধরণের এন্টিবায়োটিক ঔষধের রেজিসটেন্স এই সর্ম্পকে আপনি কখনো কারোর কাছ থেকে শুলেছেন কিনা? এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স হয়- এরকম কিছু কি শুনেছেন?

উত্তরদাতা: এ ধরণের কিছু আমি শুনি নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। শুনেনাই। ধরেন আমি আপনাকে বলি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, এটা তো শুনেছেন?

----------৪৫:০০ মিনিট

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, এটা শুনেছি। এধরণের বাংলায় শুনেছি।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ। তাহলে বাংলায় শুনেছেন। তাহলে এই এন্টিবায়োটিক আমার বা আমাদের শরীরে প্রতিরোধ গড়েতুলবে- এরকম শুনেছেন?

উত্তরদাতা: (নিরবতা)।

প্রশ্নকর্তা: এই যে ধরেন অনেক সময় ডাইরিয়া হলে থানকুনিপাতার রস খায় ঘরোয়াভাবে। যেমন, আমার মা আমাদের বাড়িতে ছোট বাচ্চা একটা আছে তাকে মানে আমার ভায়ের মেয়ে, তাকে পেট খারাপের জন্য কিছুতেই স্যালাইন খাওয়াতে না পেরে তাকে থানকুনিপাতার রস খাওয়ায়ছে জোর করে। এটা খাওয়াতে খাওয়াতে পরে আর কাজ করে না। এরকম কিছু কি শুনেছেন যে ঔষধ আর কাজ করে না? বা এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ আর কাজ করে না?

উত্তরদাতা: অনেকের তো অনেক ধরনের অসুখ হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে তো কাজ করে না, তবে আমাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কিছু হয়নি।

প্রশ্নকর্তা: অনেকের অনেক ধরনের অসুখ বলতে?

উত্তরদাতা: মানে এলাকায় আরো অনেক ধরনের অসুখ হয়, এক এক জনের কথা শুনি বা জানি, এক এক জনের এই রোগের জন্য এই ঔষধ কাজ করে না, এই ঔষধে কাজ হচ্ছে না- এধরনের কথা শুনা যায়।

প্রশ্নকর্তা: কেন কাজ করে না বা কোন রোগের জন্য কাজ করেনা এটা একটু আমাকে বলেন, কারণ এই এলাকা সর্ম্পকে আপনি শুনেছেন আর আমি জানি না আর আজই এখানে প্রথম আসলাম?

উত্তরদাতা: আমি তো এটা কোন উপলক্ষ করে বলি নাই, মানে এক এক জনে বলে এই ঔষধটা কাজ করতেছে না তখন অন্য জায়গা থেকে আনা হয়- এটা বলতেছে। আর কোন রোগে কোন ঔষধ কাজ করবে না এটা তো আমি জানি না।

প্রশ্নকর্তা: আর ঔষধে কাজ করে না এরকম শুনেছেন তাহলে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তা: এরকম ঔষধে কাজ না করলে তাহলে তারা কি করে?

উত্তরদাতা: আরেক জায়গায় যায়।

প্রশ্নকর্তা: আরেক জায়গায় বলতে কি বলতে চাইতেছেন এটা কি আর একটু বিস্তারিত বলবেন?

উত্তরদাতা: মানে এক জায়গার ঔষধে যদি কাজ না করে তাহলে অন্য জায়গায় যাওয়া হয় না।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে ধরেন ডা:১ এর ঔষধে কাজ করলো না তখন?

উত্তরদাতা: ওরটা কাজ না করলে পরে বিস্তারিতভাবে জেনে অন্য জায়গায় দরকার হবে তখন অন্য জায়গায় যাবে।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে কি অন্য ডাক্তার?

উত্তরদাতা: বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা অন্য কোন কিছু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। কখনো কি আপনার চিন্তা হয়েছে যে এরকম কোন ঔষধে আপনার কাজ করবে না, কখনো কি দুচিন্তা হয়েছে এরকম আপনাদের হতে পারে? -এ বিষয়গুলো চিন্তা করেন কিনা?

উত্তরদাতা: এমনিতে তো কখনো চিন্তা করিনি।

প্রশ্নকর্তা: এখন কি মনে হচ্ছে? এখন শুনে? এই যে, একটু আগে বললেন অন্য মানুষের হয়েছে? এখন কি মনে হচ্ছে- আপনাদের হতে পারে বা পারে না?

উত্তরদাতা: ধরেন এক জায়গায় কাজ না হলে আর এক জায়গায় যাওয়া লাগবে।

প্রশ্নকর্তা: এখন তো ডা:১ এর কাছে যান, এরকম কিছু হলে কার কাছে যাবেন?

উত্তরদাতা: অন্য ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে বা অন্য কিছুতে যাওয়া লাগতে পারে।

প্রশ্নকর্তা: এটা কোথায় হতে পারে?

উত্তরদাতা: পাশের এক শহরে।

প্রশ্নকর্তা: পাশের এক শহরের কোথায়?

উত্তরদাতা: ওখানে হাসপাতাল আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে আপা এ পর্যন্ত আমরা এখানে শেষ করলাম। আপনার এরকম কিছু কি জানার বা জানানোর আছে যেটা আমি জানতে চাই নি বা কোন কিছু আপনার বলতে মন চাইছে বলতে পারেন নাই বা কোন কারণে বিষয়টা আমাদের আলোচনায় আছে নাই এরকম কিছু আপনার বলার আছে? এই ঔষধ জাতীয়?

উত্তরদাতা: না, আর কিছু নেই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা তাহলে আমি আপনার কাছে আবার আসবো, এই যে আপনার বাচ্চা এখন এই ঔষধগুলো খাচ্ছে সেটা সর্ম্পকে জানার জন্য আমি আপনার কাছে দুই সপ্তাহ পরে আবার আসবো -জানার জন্য ঔষধ খাওয়ার পরে কি হয়েছে সেটা জানার জন্য, মানে সুস্থতা সর্ম্পকে জানতে আসবো। এখনতো জেনে গেলাম খাওয়াচ্ছেন তখন জানবো কতগুলো খাওয়াইছেন বা সে খেয়ে সুস্থ হয়েছে কিনা, নাকি আবার অসুস্থ হয়েছে -এগুলো জানবো। তাহলে কি আবার আসতে পারি? অনুমতি আছে তো?

উত্তরদাতা: আচ্ছা, আসেন, সমস্যা নেই।

প্রশ্নকর্তা: ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

----------৫০:৪৩ মিনিট